প্রেস বিজ্ঞপ্তি

নতুন কর্মসূচি "জনতার দাবিপত্র"

আমার স্বামী শাহ এ এম এস কিবরিয়া হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে এ পর্যন্ত গৃহীত 'রাজপথে নীরব অবস্থান', 'মোমবাতি প্রজ্জলন', 'শান্তির সপক্ষে নীলিমা' ও সর্বশেষ 'রক্তের অক্ষরে শপথের স্বাক্ষর' শীর্ষক শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিগুলো জনগনের সমর্থন ও ব্যাপক অংশগ্রহনে অত্যন্ত সফল হয়েছে। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে এখন পর্যন্ত আমাদের মূল লক্ষ্য কিবরিয়া হত্যাকান্ডের মূল আসামীকে বা মাষ্টার মাইন্ডকে চিহ্নিত করতে পারিনি বা তাদের কাউকেই বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে দেখতে পাইনি। আমার স্বামী শহীদ শাহ এ এম এস কিবরিয়া হত্যার বিশ্বাসযোগ্য তদন্ত ও গ্রহনযোগ্য বিচারের পথে না গিয়ে তড়িঘড়ি করে সরকারের পক্ষ থেকে একটি প্রশ্নবিদ্ধ ও দায়সারা গোছের চার্জশীট দেয়া হযেছে। ওই ঘৃণ্য হত্যাকান্ডের নেপথ্য ব্যক্তিদের আড়াল করার উদ্দেশ্যেই একটি প্রহসনমূলক তদন্ত সম্পন্ন করা হয়েছে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। ১৬৪ ধারায় মামলার মূল আসামী বিএনপির জেলা সহ-সভাপতি কাইউমের কোন জবানবন্দি গ্রহন করা হয়নি। তদন্তকারী কর্মকর্তার ভাষ্য অনুযায়ী, কাইউম নাকি মানসিক ভাবে অপ্রকৃতিস্থ। তাদের ভাষায়, জবানবন্দি গ্রহন করা হলে কাইউম নিরপরাধ ব্যক্তিকেও ফাঁসিয়ে দিতে পারে। তদন্তকারী কর্মকর্তার এসব অযৌক্তিক ও ভিত্তিহীন বক্তব্য আমি দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করছি। আমার বিশ্বাস, আপনাদের কাছেও সরকারী তদন্তকারীদের বক্তব্যকে ঘাতকদের রক্ষার অপপ্রয়াস বলেই মনে হবে। কাইউম এ হত্যাকান্ড ঘটালেও কার নির্দেশে ঘটিয়েছে, তা খুঁজে বের করতে হবে। যতো প্রভাবশালী ব্যক্তি বা গোষ্ঠীই কিবরিয়া হত্যার পেছনে থাকুক, তাদের শনাক্ত করার দায় থেকে সরকার রেহাই পেতে পারে না।

বরাবরই আমার বক্তব্য ছিলো, এফবিআই-এর মাধ্যমে কিবরিয়া হত্যাকান্ডের সম্পূর্ণ স্বাধীন তদন্তের ব্যবস্থা করতে হবে। ব্যাপক মানুষও এ দাবি সমর্থন করে। এ অবস্থায় সরকার শুরু থেকেই এফবিআই-এর তদন্তের ব্যাপারে একটি ধূম্রজাল সৃষ্টির চেষ্টা চালায়। গত ৬ এপ্রিল মার্কিন দূতাবাসের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, এফবিআই কিবরিয়া হত্যাকান্ডের কোন ধরনের তদন্তই করছে না। সরকারের অসহযোগিতার কারনেই যে এক্ষেত্রে কোন অগ্রগতি হয়নি, তা এখন আরো স্পষ্ট।

স্বার্থান্বেষী মহলের এই হীন উদ্দেশ্য যেন কিছুতেই সাধন হতে না পারে সেজন্য আমি বাংলাদেশের জনগনকে এই বিষয়টিতে অতন্দ্র প্রহরী হিসেবে সজাগ থাকার আহ্বান জানাচ্ছি। এই উদ্দেশ্যে আমার নতুন কর্মসূচি ঘোষনা করছি "জনতার দাবিপত্র"। এটি একটি পত্র আন্দোলন বা খবঃঃবৎ ৎিরঃরহম পধসঢ়ধরমহ। যেভাবে আমার শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিগুলোতে সমর্থন জুগিয়ে ও ব্যাপক অংশগ্রহন করে জনগন কর্মসূচিগুলো সার্থক ও অর্থবহ করে তুলেছিলেন একই ভাবে গ্রামে-গঞ্জে দেশে বিদেশে অবস্থানরত প্রতিটি জনগনকে আহ্বান জানাচ্ছি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে (প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন এয়ারপোর্ট রোড, ঢাকা) অবিলম্বে প্রত্যেকে চিঠি লিখে কিবরিয়া হত্যার নিরপেক্ষ তদন্ত ও ন্যায় বিচারের জোর দাবী জানাবেন। জনগনের দাবি প্রধানমন্ত্রী মেনে নিতে বাধ্য হবেন। আপনাদের লেখা ঐ চিঠির একটি অনুলিপি (ফটোকপি অথবা কার্বনকপি) অবশ্যই আমার কাছে ('মালঞ্চ', বাসা নং-৫৮, রোড নং-৩এ, ধানমন্ডি, ঢাকা) আগামী ৩১শে মে '০৫ মধ্যে পাঠানোর অনুরোধ জানাচ্ছি। আমি জানি, অনেকে ইচ্ছা থাকা সত্বেও যোগাযোগের অভাব ও পারিপার্শ্বিকতার কারণে 'রক্তের অক্ষরে শপথের স্বাক্ষর' কর্মসূচিতে অংশ নিতে পারেননি তাঁরা সহ দেশের সব

মানুষ এই নতুন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে কর্মসূচিটিকে সফল করে তুলবেন-এটাই আমার প্রত্যাশা। আপনি চিঠি লিখুন এবং আরো দশ জনকে চিঠি লেখায় উদ্বুদ্ধ করুন।

(আস্‌মা কিবরিয়া)

<u>কর্মসূচির নাম "জনতার দাবিপত্র"</u>

- অনুগ্রহ করে আপনি এই চিঠিটির দশটি ফটোকপি করে অন্যকে বিলি করূন।
- আপনি চিঠি লিখুন এবং আরো দশ জনকে চিঠি লেখায় উদ্বুদ্ধ করূন।